প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **রংপুর**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১২টি (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**তাজহাট জমিদার বাড়ি**		রংপুর সদর	২৫°৪৩'৩১.১"উ. ৮৯°১৬'৪৭.৬"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ অক্টোবর, ২০০৩	ইন্দো ইউরোপীয় স্থাপত্যিক শৈলীর অনন্য নিদর্শন তাজহাট জমিদার বাড়ি। এই প্রাসাদের ভূমি নকশা ইংরেজি (ইউ) অক্ষরের ন্যায়, যার পশ্চিম দিক উন্মুক্ত এবং সম্মুখভাগে দোতলায় উঠার জন্য মার্বেল পাথরে নির্মিত বিশাল আকারের সিঁড়ি রয়েছে। দুই তলা বিশিষ্ট এ ভবনের উভয় তলায় ১১টি করে ছোট বড় মোট ২২টি কক্ষ রয়েছে। জানা যায় যে, ২০ শতাব্দীর শুরুর দিকে মহারাজা কুমার গোপাল লাল রায় এ ভবনটি নির্মাণ করেন। ১৯৮৪ হতে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভবনটি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বেঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ২০০৫ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর হিসাবে এখানে চালু করা হয়।
২.	**লালবিবির কবর**		রংপুর সদর	২৫°৪১'৪২.৭"উ. ৮৯°১৬'৪২.০"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৭ সেপ্টেম্বার,২০১৭	ঐতিহাসিক পলাশী যুদ্ধের পরে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সমর নায়ক মোঘল সম্রাট ২য় আলমগীরের ভাতিজা মোঘল শাহজাদা নুর উদ্দিন বাকের জং এর সংগ্রামী কন্যা লালবিবি। লালবিবির অপর পরিচয় হল তিনি দিল্লীর মোঘল সম্রাট ২য় আকবর শাহ-এর স্ত্রী এবং সর্বশেষ মোঘল সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহ জাফরের জননী। ছোট ছোট বিভিন্ন আকারের লাল ইট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এ সমাধিটি।
৩.	**কাটাদুয়ার/বাগদুয়ার দরগাহ**		পীরগঞ্জ	-	কলকাতা গেজেট ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫	কাটাদুয়ার/বাগদুয়ার দরগাহ মূলত মাজার বা কবরস্থান। এর দক্ষিণ দেয়ালে প্রবেশপথ রয়েছে, দক্ষিণ পাশে যে প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, সেখানে হোসেন শাহের আমলের একটি মসজিদ ছিল বলে ধারণা করা হয়। কাটাদুয়ার/বাগদুয়ার দরগাহটি স্থানীয়ভাবে আধুনিক সংস্কার করায় এর প্রাচীনরূপ দেখা যায় না।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**শাহ ইসমাইল গাজীর দরগাহ**		পীরগঞ্জ বড় দরগাহ	২৫°৩০'২১.১"উ. ৮৯°১৭'২১.৯"পূ.	কলকাতা গেজেট ১২ আগস্ট, ১৯১৪ প্রজ্ঞাপন নং: ৩০০৪ ১০ আগস্ট ১৯১৪	পশ্চিমমুখী এ ইমারতটি আয়তাকার তিন কক্ষ বিশিষ্ট পরিকল্পনায় নির্মিত। এর সমান্তরাল ছাদের কার্ণিশগুলো আনুভূমিক। চারকোণের প্রতিটিতে একটি করে সরু সংলগ্ন বুরুজ রয়েছে। কেন্দ্রীয় কক্ষটির তুলনায় অপর দু'টি কক্ষ অপেক্ষাকৃত ছোট। ধারণা করা হয় সুলতান হোসেন শাহের সময়কালে নির্মাণ করা হয়। দেয়ালের বহির্ভাগে পোড়ামাটির ফলক দিয়ে শোভিত। এ ফলকগুলোতে ফুল, ফল ও লতাপাতার নকশার কারুকাজ রয়েছে।
৫.	**বড় মসজিদ** (মিঠাপুকুর মসজিদ)	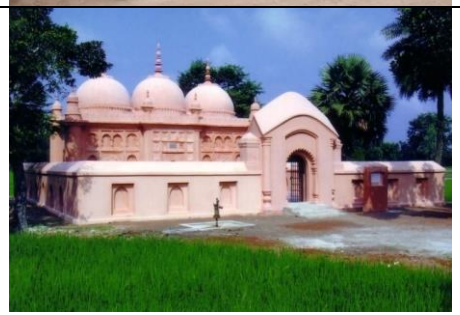	মিঠাপুকুর দুর্গাপুর	২৫°৩৪'৪১.৬"উ. ৮৯°১৬'১১.০"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ ৪-২৫/৫৯.ই.৬ (এ ও এম) পাকিস্তান সরকার,শিক্ষা মন্ত্রনালয়, করাচি ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। মসজিদের গায়ে স্থাপিত কালো পাথরের উপর ফারসি লিপি অনুযায়ী ১২২৬ হিজরি/১৮১১ খ্রি: এটি শেখ মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম নির্মাণ করেন। মসজিদে প্রবেশের জন্য এর পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদের চারটি কোণের প্রতিটিতে একটি করে বুরুজ বা মিনার রয়েছে। বুরুজগুলো সমন্বয়ে সরু হয়ে উপরের দিকে উঠে ছোট গম্বুজে রূপ নিয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব রয়েছে। এ মসজিদের নির্মাণ শৈলী মোঘল শাসনামলের প্রচলিত স্থাপত্যরীতির ধারার বাহক।
৬.	**বেগম রোকেয়ার বাড়ি**		মিঠাপুকুর পায়রাবন্দ	২৫°৪০'০০.৫"উ. ৮৯°১৮'০০.৬"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বরঃ সবিম/শা:৬/প্রত্ন: অধি-১১/৯৭-৪৪৩ ১৪ আগস্ট ২০০৪	মহিয়ুসী নারী বেগম রোকেয়া পিতা ছিলেন পায়রাবন্দের জমিদারির সর্বশেষ উত্তরাধিকারী। বেগম রোকেয়ার শৈশবে এ বাড়িটি ভাল অবস্থায় ছিল। বর্তমানে বাড়িটির ভিত্তি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বাড়িটির পরিমাপ উত্তর দক্ষিণে ৯৭ ফুট এবং পূর্ব পশ্চিমে ৫৮ ফুট। নারী জাগরণের অগ্রদূত মহিয়সী বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।
৭.	**বেগম রোকেয়ার বাড়ি সংলগ্ন মসজিদ**		মিঠাপুকুর পায়রাবন্দ	২৫°৪০'০০.৫"উ. ৮৯°১৮'০০.৬"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বরঃ সবিম/শা:৬/প্রত্ন: অধি-১১/৯৭-৪৪৩ ১৪ আগস্ট ২০০৪	বেগম রোকেয়া বাড়ি সংলগ্ন প্রাচীন মসজিদ একটি প্রাচীন নিদর্শন। ধারণা করা হয় যে, খ্রিস্টীয় ১৮ শতাব্দীর এ মসজিদটি নির্মিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদটির উত্তর দেয়ালটি বর্তমানে টিকে আছে

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.	**ফুলচৌকি মসজিদ**		মিঠাপুকুর ময়েনপুর	২৫°৩৫'১৪.৪"উ. ৮৯°১০'০৬.৭"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বরঃ এ/১এ-১৩/১০(অংশ)/ ১৯৬৮ ১০ এপ্রিল ১৯৯৫	রংপর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার মিঠাপুকুর বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রায় ১২ কি.মি. পশ্চিমে ফুলচৌকি মৌজায় এ মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদ থেকে প্রাপ্ত শিলালিপি (জাতীয় জাদুঘর, ঢাকাতে সংরক্ষিত) থেকে জানা যায়, বাকের মোহাম্মদ কামাল ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের নির্মাণশৈলীতে মোঘল শাসনামলে প্রচলিত স্থাপত্যরীতি প্রতিফলিত হয়েছে।
৯.	**কুন্ডি এবং বাতাসন** (পরগনার দুর্গ প্রাচীর)	-	মিঠাপুকুর	-	প্রজ্ঞাপন নম্বর: ১০৪৪৬ পি বেঙ্গল সরকার রাজনৈতিক শাখা, কলকাতা ১৬ সেপেম্বর ১৯২৫	সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কামরূপ অভিযান থেকে ফেরার পথে যুদ্ধের পুরোহিত কাটোয়ার অধিবাসী শংকর মুখোপধ্যায়ের পুত্র কেশব মুখোপধ্যায়কে কুন্ডির জমিদার হিসেবে মনোনীত করেন। জমিদার কেশব মুখোপধ্যায় ও তার পরবর্তী উত্তরসুরীগণ গড়ে তোলেন জমিদারবাড়ি, একাধিক মন্দির ও অন্যান্য স্থাপনা। এটি করতোয়া ও তিস্তা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে সাবেক জমিদারবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। এখন কেবল একটি শিব মন্দির টিকে আছে।
১০.	**বাগদুয়ার মাউন্ড**		মিঠাপুকুর উদয়পুর	২৫°৩১'৪৬.০"উ. ৮৯°১৪'৩৩.৭"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বর: ৫০৪৭ পি ৫ মে, ১৯২৫	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত শঠিবাড়ি থেকে প্রায় তিন কিমি দূরে 'রাজা ভবচন্দ্রের পাট' বলে পরিচিত স্থানে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পাওয়া যায়। এ স্থানকে উদয়পুর ধাপ বলা হয়ে থাকে। জঙ্গল পরিষ্কার হওয়ার পর, সেখানে পরবর্তীকালে প্রাচীন ইট-পাথরে পরিপূর্ণ অসংখ্য ঢিবির অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু কালক্রমে বেশিরভাগ ঢিবি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ও বর্তমানে এখানে তিনটি ঢিবি টিকে রয়েছে।
১১.	**চাপড়াকোট মাউন্ড**		বদরগঞ্জ	২৫°৪৩'৩৫.৫"উ. ৮৮°৫৮'৫০.৯"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বরঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ ০৩ অক্টোবর ১৯৭৭	এ প্রত্নস্থানে অত্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি ইট নির্মিত ইমারতের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে। ইমারতের প্রতি বাহুতে সারিবদ্ধ কক্ষ ও টানা বারান্দা রয়েছে। মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে আছে উন্মুক্ত চত্বর। এ প্রত্নস্থানটিতে একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। শিলালিপির বিবরণ অনুযায়ী ইমারতটি ৯ম - ১০ম শতাব্দীতে নির্মিত। এর সাথে বৌদ্ধ বিহারের সদৃশ রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২.	**লালদীঘি নয় গম্বুজ মসজিদ**		বদরগঞ্জ	২৫°৪৩'৩৫.৫"উ. ৮৮°৫৮'৫০.৭"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বর: সবিম/শা:৬/প্রত্ন: অধি-১৯/(অংশ-২১)/৪৪২ ০৫ আগস্ট,২০০৪	বর্গাকার এ মসজিদের অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ২২'৫" ইঞ্চি। দেয়ালের পুরুত্ব ৩'৩" ইঞ্চি। মসজিদের চার কোণায় ৪টি অষ্টাকোণাকৃতির বুরুজ বা মিনার রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ৩টি করে ৬টি প্রবেশপথ এবং সম্মুখভাগে তিনটি বহুভাজবিশিষ্ট খিলানের প্রবেশ পথ রয়েছে। মসজিদটির নির্মাণ কাঠামো, স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণ দেখে অনুমান করা যায় এটি ১৮ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে নির্মিত। মসজিদের সম্মুখে বিরাট আকারের একটি দিঘী আছে, যা লাল দিঘী নামে পরিচিত।